দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 5 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে গোপন নিয়োগ
বিজ্ঞপ্তি পছন্দের প্রার্থীদের হাতে হাতে

মাহফুজুল হক আনার : দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর দিন হাজিরা'র ভিত্তিতে কাজ করে আসা দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের ১০৯ কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ সঠিকভাবে কার্যকর না করার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আন্দোলনে কাজ না হওয়ায় শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত কর্মচারীরা আদালতের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট কর্মরত কর্মচারীদের মানবিক বিবেচনায় নিয়মিতকরণের (considering their span of service) আদেশ দেন বিচারপতি কামাল মাহবুব ও বিচারপতি আবদুর রউফ। এই আদেশের পর শিক্ষা বোর্ডের প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা এক প্রকার লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিয়েছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে মনগড়া নিয়মে প্রকাশ্যে (পত্রিকা ও বোর্ডের ওয়েবসাইটে) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। গোপন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পছন্দের প্রার্থীদের হাতে হাতে দেয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বয়সের বিধান রাখা হয়েছে বলে অনিশ্চয়তায় থাকা কর্মচারীদের অভিযোগে জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বয়সের বিধান থাকায় ১০৯ জনের মধ্যে অনেকেরই চাকরি স্থায়ীকরণ সম্ভব হবে না। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে ঠিকই ১০৯টি পদ উল্লেখ করা হয়েছে। গোপন নিয়োগ প্রক্রিয়ার পিছনে কর্মরত থেকে বহিরাগত সকলেই ছুটছে গোপন চুক্তি'র আশায়। অবশ্য বোর্ড চেয়ারম্যান ইনকিলাব প্রতিনিধির কাছে দিন হাজিরা'র ভিত্তিতে কাজে যোগ দেয়ার দিন ৩০ বছরের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। তবে যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমেই হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। যদিও মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে বয়সের বাধ্যবাধকতা'র কথা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত দিন হাজিরার ভিত্তিতে (মাস্টাররোল) বিভিন্ন শাখায় ধাপে ধাপে কাজ করে আসছেন এই ১০৯ জন কর্মচারী। অপরদিকে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর চাকরি হারানোর আশংকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে গতকাল শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন ২৪ কর্মচারী।

শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলাউদ্দিন মিয়া'র সাথে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে লুকোচুরি খেলা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে সাংবাদিকরা যোগাযোগ করলে তিনি জানান, হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন তারা। এতে ১০৯ জনের স্থলে ৮৫ জনকে নিয়মিত (স্থায়ী) করণ করা হবে। কর্মস্থলে যোগদানের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল ১৯৬১ সালের চাকরি বিধি অনুযায়ী শুধু তাদেরকেই নিয়োগ করা হবে। এমন কর্মচারীর সংখ্যা ৮৫ জন। বয়স বেশির কারণে অন্য ২৪ জনকে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে হাজার হাজার প্রার্থী আবেদন করে বসতে পারে। ফলে ঝামেলা এড়াতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। এসব কারণে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। তবে ৮৫ জনকে নিয়োগের কথা স্বীকার করলেও বিজ্ঞপ্তিতে ১০৯ জনের কথা কেন বলা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছেন তিনি। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, নিয়োগ স্বচ্ছ হবে। অনিয়ম দুর্নীতির কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞপ্তির কপি চাইলে তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন বিজ্ঞপ্তির কপি দেয়া যাবে না। কেন যাবে না এর উত্তরে তিনি এটা অভ্যন্তরীণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বলে জানান। তবে চাকরি তথা নিয়োগের বিধি-বিধানে পত্রিকা ও বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে কোন নিয়োগ কার্যক্রম চালানো বৈধ কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করার বিষয়ে তার যুক্তির বিরোধিতা করেছেন পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রার্থী। সুবিধা বঞ্চিতদের আশংকা হাইকোর্টের রায় মেনেই চাকরি দেয়া হলে চাকরি নিয়মিতকরণসহ শর্ত উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে বাইরের কোন প্রার্থী আবেদন করার সুযোগ দিত না। তাছাড়া হাইকোর্টের রায়ে ১০৯ জনেরই চাকরির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা মেনে পছন্দের প্রার্থীদের হাতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ছাড়া বিজ্ঞপ্তির খণ্ডিত অংশ ধরিয়ে দিয়ে ৫ মে'র মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে বলেছেন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সচিব। লুকোচুরির আড়ালে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য চলছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা। এ ব্যাপারে জানতে শিক্ষা বোর্ড কমিটির সদস্য রংপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ইউসুফ আলীর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পূর্ণাঙ্গ কপি তাকেও দেয়া হয়নি। ফলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে আসলে কি বলা হয়েছে তা তিনি জানেন না। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে একই মত প্রকাশ করেছেন জেলা প্রশাসক আহমদে শামীম আল রাজী।

জানা গেছে, চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে কর্মরতদের বাদ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে ২৩ জন বহিরাগতকে সরাসরি নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন শিক্ষাবোর্ডের বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রফেসর তসলিমা আক্তার বানু। এই অভিযোগে তাকে কয়েক দফায় অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল কর্মরত (বঞ্চিত) কর্মচারীরা। তার দেয়া নিয়োগ বাতিল এবং কর্মরত ১০৯ জনেরই চাকরি নিয়মিতকরণ চেয়ে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে কর্মচারীদের পক্ষে হাইকোর্টে রিট করা হয়। দুই দফা শুনানি শেষে গত বছরের ১৭ অক্টোবর রায় দেন হাইকোর্টের ১৩ নম্বর কোর্টের বিচারক কামাল মাহবুব এবং আবদুর রউফ। এতে আগের চেয়ারম্যানের দেয়া ২৩ জনের নিয়োগ বাতিল এবং মানবিক কারণে রিটকারীদের চাকরিকাল বিবেচনায় নিয়মিতকরণের (পড়হংরফবৎরহম ঃযবরৎ ংঢ়ধহ ড়ভ ংবৎারপব) আদেশ দেন সংশ্লিষ্ট বিচারক। একই সাথে ৩৬ দিনের মধ্যে এই আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন তারা। কিন্তু এই আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে (কনটেম্প অব কোর্ট) কর্মচারীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতে গত ২২ এপ্রিল পিটিশন করেন শহিদুল ইসলাম খান এবং মধু কুমার দাসসহ অন্য কয়েকজন। পিটিশন নম্বর ১৩৪/১৩। এতে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আলাউদ্দিন মিয়া এবং সচিব আব্দুল মজিদকে কারণ দর্শানোর এবং ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে আদালত। কিন্তু এই আদেশকে পাশ কাটাতে বোর্ড সভার রেজুলেশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের দোহাই দিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কারণ দর্শানোর জবাব দেয়া না হলেও গত ২৫ এপ্রিল আহ্বান করা হয় বোর্ড সভা। (স্মারক মাউশিবোদি/প্রশাসন/বোর্ড কমিটি/১৬/২০০৭/ ১৭২২ (১১/২৩/৪/২০১৩)) এতে চাকরিতে যোগদানের তারিখ বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে প্রার্থীদের নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। যদিও এর আগে গত ২০০৯ সালের ১৭ মার্চের ৪র্থ বোর্ড সভায় বয়সসীমা মূল্যায়ন না করে মানবিক কারণে ১০৯ জনেরই চাকরি নিয়মিতকরণের প্রস্তাবনা ছিল বোর্ড সদস্যদের।